যুগান্তর

তারিখ 11 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

গুরুদাসপুরে অধ্যক্ষের গাফিলতিতে ৯ শিক্ষক জাতীয়করণের বাইরে

গুরুদাসপুর প্রতিনিধি

যথাসময়ে বিষয় অনুমোদন না হওয়ায় নাটোরের গুরুদাসপুর বিলচলন শহীদ সামসুজ্জোহা
সরকারি কলেজের অনার্স কোর্সের তিনটি বিষয়ের ৯ জন শিক্ষক জাতীয়করণ প্রক্রিয়ার
বাইরে রয়েছেন। এসব শিক্ষক অভিযোগ, তাদের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মাধ্যমিক ও
উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে অধ্যক্ষ সময়মতো না পাঠানোয় তাদের এ অবস্থা। ভুক্তভোগী
শিক্ষকরা জানান, ২০১২ সালে বাংলা, ভূগোল ও মনোবিজ্ঞান বিষয়ে তাদের নিয়োগ দেয়া
হয়। নিয়োগের এক বছরের মধ্যে বিষয়গুলো অনুমোদন (অধিভুক্তি) হওয়ার কথা। সেখানে
তিন বছর পর (২০১৫ সালের ২৭ জানুয়ারি) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ওই তিনটি বিষয় অধিভুক্তি
প্রদান করে। তাছাড়া কলেজটি জাতীয়করণ পরিদর্শক দলের কাছে এসব শিক্ষক সাক্ষাৎকারও
করানো হয় বলে অভিযোগ করেন তারা। এজন্য কলেজটির তৎকালীন অধ্যক্ষ মো. রেজাউল
করিমের গাফিলতিকে দায়ী করছেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শিক্ষকরা। ভুক্তভোগী এসব শিক্ষকের
অভিযোগ, অনার্স কোর্সের তিনটি বিষয়ের শিক্ষকদের কাগজপত্রের ফাইল ৪ আগস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধদফতরে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত করা হলেও তৎকালীন অধ্যক্ষ
রেজাউল করিম জমা দেন চলতি বছরের ২৫ জুলাই। ভুক্তভোগী শিক্ষক মো. শাহীন আলম,
মো. শামসুল আলম ও জিএম কামরুজ্জামান জানান, কলেজটি সরকারিকরণের কারণে বিষয়
ও শিক্ষার্থীরা সরকারিকরণের আওতায় এসেছে। শিক্ষার্থীরা মাসিক ৩০০ টাকার স্থলে
সরকারি নিয়মে মাত্র ২৫ টাকা হারে মাসিক বেতন পাচ্ছেন। অথচ এসব বিষয়ের শিক্ষকরা
সরকারিকরণের বাইরে রয়েছেন। উপরন্তু চার মাস ধরে কলেজ থেকে মাসিক সম্মানীর
টাকাও পাচ্ছেন না তারা। তৎকালীন অধ্যক্ষ রেজাউল করিম শনিবার মুঠোফোনে বলেন,
নিয়ম মেনে এসব শিক্ষক কাগজপত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠানো হয়েছিল।